পদ চল্লিশের গোপন ইতিহাস — সংখ্যা তেরো

সংখ্যা তেরো

Jeff Pippenger

2026-05-28

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের একটি প্রধান প্রতীকরূপে, পিতর ২০২৬ সালে পানিয়মে দাঁড়িয়ে ১৮ জুলাই, ২০২০-এর মিথ্যা পূর্ববাণী সংশোধনের কাজে নিয়োজিত আছেন। সে বিষয়ে তাঁর কাজ, ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এর সংশোধনে যোশিয়া লিচের কাজ এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-কে সনাক্তকরণে স্যামুয়েল স্নোর কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। লিচের সংশোধন প্রথম দূতের বার্তাকে ক্ষমতাপ্রদান করেছিল, এবং স্নোরটি দ্বিতীয় দূতের বার্তাকে ক্ষমতাপ্রদান করেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় দূতের বার্তাগুলির এই ক্ষমতাপ্রদান তৃতীয় দূতের বার্তার ক্ষমতাপ্রদানের প্রতিরূপস্বরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ তৃতীয়টিতে একটি বহিঃস্থ হায়-বার্তা এবং দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের মধ্যরাত্রির ধ্বনির অন্তর্নিহিত বার্তার সমন্বয়রূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রিবিধ প্রয়োগে প্রথম ও তৃতীয়টি—যেগুলি একই সঙ্গে শুরু ও শেষ—সমান্তরাল বৈশিষ্ট্য ধারণ করবে। সম্প্রতি, এক ভাই প্রকাশিতবাক্য নয়-এর প্রথম সর্বনাশের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি সত্য উদ্ঘাটন করেছেন, যা আলফা ও ওমেগার নীতির অধীনে প্রয়োগ করলে প্রকাশিতবাক্য এগারোর “ভূমিকম্প”-এর আরেকটি গভীর নিশ্চিতকরণ চিহ্নিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের রবিবার আইনই সেই “ভূমিকম্প”, যা প্রথমে ফরাসি বিপ্লবে পূর্ণ হয়েছিল, যখন ফ্রান্স—যে দানিয়েল পুস্তকে পৌত্তলিক রোমের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাঠামো গঠনকারী দশ জাতির এক অংশ ছিল—পরাভূত হয়েছিল। অতএব, এগারো অধ্যায় বলে যে নগরের দশমাংশ পতিত হলো।

> এবং সেই একই ঘড়িতে এক মহাভূমিকম্প ঘটিল, এবং নগরের দশমাংশ পতিত হইল, এবং সেই ভূমিকম্পে সাত সহস্র লোক নিহত হইল; আর অবশিষ্টেরা ভীত হইল, এবং স্বর্গের ঈশ্বরকে মহিমা দিল। প্রকাশিত বাক্য ১১:১৩।

এই পদের অব্যবহিত পরেই তৃতীয় সর্বনাশের ইসলাম উপস্থিত হয়।

> দ্বিতীয় হায় অতিক্রান্ত হইল; আর দেখ, তৃতীয় হায় শীঘ্রই আসিতেছে। প্রকাশিত বাক্য ১১:১৪।

অগ্রদূতেরা প্রত্যাশা করেছিলেন যে “তৃতীয় সর্বনাশ” অবিলম্বে দ্বিতীয় সর্বনাশের পরপরই অনুসরণ করবে; কিন্তু যে শব্দটি “শীঘ্রই” বলে অনূদিত হয়েছে, তার অর্থ হলো হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে, যা ইসলামের আকস্মিক আক্রমণের বৈশিষ্ট্য। অগ্রদূতেরা যেমন অনুমান করেছিলেন, তৃতীয় সর্বনাশ ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল না; বরং যখন তা উপস্থিত হতো, তখন তা “হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে” ঘটত, যেমনটি ৯/১১-এ ঘটেছিল; এভাবেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরকরণের সূচনার চিহ্নিতকরণ ঘটে, যা রবিবারের আইনের ভূমিকম্পের অল্প পূর্বেই সমাপ্ত হয়।

রবিবার-আইনের “ভূমিকম্প” হলো “পৃথিবী”-পশুর কম্পন; আর যখন 9/11 উপস্থিত হলো, তখন সিস্টার হোয়াইট তা এইভাবে চিহ্নিত করেছিলেন যে প্রভু উঠে দাঁড়িয়েছেন “পৃথিবীকে ভীষণভাবে কম্পিত” করতে। মোহরাঙ্কনের শুরুতে এবং শেষেও পৃথিবী-পশু কম্পিত হয়;

অতএব, এই হলো সেই "মহাভূমিকম্প।"

> "এ কথা আমি কখনো বলিনি। সেখানে একের পর এক তলা উঠে বিশাল অট্টালিকাগুলি নির্মিত হতে দেখার সময় আমি বলেছি, 'প্রভু যখন পৃথিবীকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য উঠবেন, তখন কী ভয়াবহ দৃশ্যই না ঘটবে! তখন প্রকাশিত বাক্য 18:1–3-এর বাক্যসমূহ পূর্ণ হবে।'" Review and Herald, July 5, 1906.

যখন তাঁর ব্যবস্থাগত কার্যধারায় পরিবর্তন ঘটে, তখন প্রভু "উত্থিত" হন; যেমনটি ঘটেছিল স্তেফিনকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হলে এবং 1844 সালের 22 অক্টোবর, যখন মৃতদের বিচার আরম্ভ হয়েছিল। 9/11 তারিখে যখন জীবিতদের বিচার শুরু হলো, তখন প্রভু পুনরায় উত্থিত হলেন, এবং তখন তিনি পৃথিবীর পশুকে কম্পিত করলেন; যেমন তিনি করেন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরাঙ্কনের সমাপ্তিতে, যখন তিনি তাঁর ব্যবস্থাগত কার্যধারা তাঁর মণ্ডলী থেকে পরিবর্তন করে এখনও বাবিলে অবস্থানরত তাঁর অন্য পালকের কাছে নিবেদ্ধ করেন।

ভ্রাতা দানিয়েল যা আবিষ্কার করেছেন, তা হলো প্রথম সর্বনাশের বৈশিষ্ট্যসমূহ, যা ইতিহাসের সঙ্গে এবং সেই ইতিহাস সম্বন্ধে অগ্রদূতদের উপলব্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে—যে ইতিহাসে প্রথম সর্বনাশ পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল—একাদশ অধ্যায়ের "মহাভূমিকম্প"-এর সাক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

> আর পঞ্চম দূত তূরী বাজালেন, এবং আমি দেখিলাম, স্বর্গ হইতে পৃথিবীর উপরে এক নক্ষত্র পতিত হইয়াছে; এবং তাহাকে অতল গহ্বরের চাবি দেওয়া হইল। আর সে অতল গহ্বর খুলিল; এবং গহ্বর হইতে এক মহা ভাটার ধোঁয়ার ন্যায় ধোঁয়া উঠিল; আর গহ্বরের ধোঁয়ার কারণে সূর্য ও আকাশ অন্ধকারময় হইয়া গেল। আর সেই ধোঁয়া হইতে পৃথিবীর উপরে পঙ্গপাল বাহির হইল; এবং তাহাদিগকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হইল, যেমন পৃথিবীর বৃশ্চিকদের ক্ষমতা আছে। আর তাহাদিগকে আদেশ দেওয়া হইল, যেন তাহারা পৃথিবীর ঘাসের, কোনো সবুজ বস্তুর, কিংবা কোনো বৃক্ষের ক্ষতি না করে; কিন্তু কেবল সেই সকল লোকের, যাহাদের কপালে ঈশ্বরের সীলমোহর নাই। প্রকাশিত বাক্য ৯:১–৪।

অগ্রদূতেরা যথার্থভাবেই এই পদগুলিকে সেই ইতিহাসের প্রতি প্রয়োগ করেছিলেন, যা মুহাম্মদের আবির্ভাবের সূচনা করেছিল; তিনি 570 সালে জন্মগ্রহণ করেন, 606 সালে গোত্রসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করেন, 610 সালে তাঁর প্রথম প্রত্যাদেশ লাভ করেন, 622 সালে মদীনায় হিজরত করেন, 624 সালে তাঁর যুদ্ধকার্য শুরু করেন এবং 632 সালে মৃত্যুবরণ করেন। "অতল গহ্বর" ভাববাদীয় অর্থে শয়তানের এক নতুন প্রকাশকে উপস্থাপন করে, কিন্তু মুহাম্মদের সূচনা হয় আরবে, যা বিস্তীর্ণ মরুভূমির কারণে অতল গহ্বর নামেও পরিচিত।

৬০৬ সালে মুহাম্মদ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রাজা হয়ে উঠলেন, অথবা যেভাবে তাঁকে আখ্যায়িত করা হয়েছিল, "বিশ্বিস্ত ব্যক্তি"—যখন তিনি বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে উদ্ভূত সেই বিরোধের নিষ্পত্তি করেন, যেখানে তারা এই দোটানায় ছিল যে কা'বার "কালো পাথর" কোণপ্রস্তরটি পুনরায় স্থাপন করার অধিকার কাকে দেওয়া উচিত। কা'বা একটি ঘনক-আকৃতির স্থাপনা (এইজন্যই "কা'বা" নাম, যার অর্থ আরবিতে "ঘনক"), যা সৌদি আরবের মক্কার মহা মসজিদের কেন্দ্রে অবস্থিত। এর উচ্চতা আনুমানিক ৪৩ ফুট, প্রস্থ এগারো ফুট এবং দৈর্ঘ্য ১০ ফুট; এটি গ্রানাইট ও মার্বেল দ্বারা নির্মিত, এবং এর উপর কালো রেশম ও সুতির কাপড় আচ্ছাদিত থাকে। কা'বা মুহাম্মদের বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল এবং ইসলামী ঐতিহ্য অনুসারে, এটি মূলত ইব্রাহিম ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল এক আল্লাহর উপাসনার গৃহ

হিসেবে নির্মাণ করেছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটি মূর্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং আরব গোত্রসমূহের দ্বারা একটি পৌত্তলিক উপাসনালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

কাবা ইসলামী বিশ্বের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র—এটি একটি সরল, প্রাচীন স্থাপনা, যা একেশ্বরবাদ, ঐক্য, এবং ইব্রাহিমীয় বিশ্বাস ও ইসলামের মধ্যকার সংযোগের প্রতীক। মুসলমানেরা একে আক্ষরিক অর্থে “ঈশ্বরের গৃহ” বলে গণ্য করেন না; বরং উপাসনার জন্য ঈশ্বরনির্ধারিত এক কেন্দ্রীয় অভিমুখ হিসেবে বিবেচনা করেন। কাবা ধ্বংস হওয়ার পর পুনর্নির্মিত হয়েছিল—এই সময়কালে মুহাম্মদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই তাঁর নেতৃত্বের সূচনা ঘটে।

এক আকস্মিক বন্যা কাবাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, এবং কুরাইশ গোত্র তা পুনর্নির্মাণ করল। যখন কালো পাথর (হাজরুল আসওয়াদ) তার কোণে পুনরায় স্থাপন করার সময় এল, তখন বিভিন্ন বংশের মধ্যে কার সেই সম্মান লাভ করা উচিত, তা নিয়ে বিরোধ বাধল। তারা এ মর্মে একমত হলো যে, পরবর্তী যে ব্যক্তি সেই স্থানে প্রবেশ করবে, সেই-ই সিদ্ধান্ত দেবে। মুহাম্মদ সেখানে প্রবেশ করলেন, এবং তিনি প্রজ্ঞার সঙ্গে বিবাদটির নিষ্পত্তি করলেন: তিনি কালো পাথরটি একটি কাপড়ের ওপর রাখলেন, প্রতিটি বংশ থেকে একজন প্রতিনিধিকে একত্রে তা তুলতে বললেন, সকলে মিলে তা বহন করল, এবং তারপর তিনি নিজে তা যথাস্থানে স্থাপন করলেন। এই ঘটনার ফলে তিনি মক্কার লোকদের মধ্যে বিরাট সম্মান অর্জন করেন এবং “আল-আমিন” (“বিশ্বাসযোগ্য”) উপাধিতে ভূষিত হন। বহু কালপঞ্জিতে নবুয়ত-পূর্ব প্রধান ঘটনাগুলোর একটি হিসেবে এটি উল্লেখিত হয়। “কালো পাথর” ছিল সেই ভিত্তিপ্রস্তর, যা মুহাম্মদ স্থাপন করেছিলেন; তিনি ইসলাম ধর্মের উপর ভবিষ্যদ্বাণীকৃত রাজা। কালো ভিত্তিপ্রস্তরটি খ্রিস্টের (সত্য ভিত্তিপ্রস্তর) একটি সুস্পষ্ট জাল প্রতিরূপ, এবং দীর্ঘকাল ধরে মূর্তি-প্রবর্তনের ফলে কাবা-গৃহের যে বিকৃতি ঘটেছিল, তাও মুহাম্মদের দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল।

কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করার পর, মুহাম্মদ প্রায় ১০,০০০ মুসলমানের একটি বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হন। অতি সামান্য যুদ্ধের মধ্য দিয়েই নগরী আত্মসমর্পণ করে। এরপর মুহাম্মদ কাবায় প্রবেশ করেন, তার ভেতরে থাকা ৩৬০টি মূর্তি ধ্বংস করেন, এবং উপাসনালয়টিকে এক আল্লাহর উপাসনার জন্য পুনরায় উৎসর্গ করেন। এভাবেই ইসলামের রাজা মোহাম্মদ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন, এবং তিনি মন্দিরকে মূর্তিপূজা থেকে শুচি করলেন।

প্রকাশিতবাক্য গ্রন্থে অতল গহ্বর থেকে তিনটি শক্তি উঠে আসে, এবং এই তিনটির প্রত্যেকটি এক একটি ভুয়া খ্রিস্টকে প্রতিনিধিত্ব করে। শয়তান, সেই মহা-নাগ, পরমোচ্চের ন্যায় হতে চায়, তাঁর সিংহাসনে ও তাঁর মণ্ডলীর উপর অধিষ্ঠিত হতে চায়।

> হে প্রভাত-পুত্র, হে লুসিফার, তুমি কেমন করে স্বর্গ থেকে পতিত হলে! তুমি, যে জাতিগণকে দুর্বল করিতে, কেমন করে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হলে! কারণ তুমি আপন অন্তরে বলিয়াছিলে, আমি স্বর্গে আরোহণ করিব, ঈশ্বরের নক্ষত্রসমূহের ঊর্ধ্বে আমার সিংহাসন উচ্চ করিব; আমি সভামণ্ডলীর পর্বতে, উত্তর দিকের প্রান্তদেশে উপবেশন করিব; আমি মেঘমালার উচ্চতার ঊর্ধ্বে আরোহণ করিব; আমি পরমোচ্চের ন্যায় হইব। তথাপি তুমি পাতালে, গহ্বরের প্রান্তদেশে নামাইয়া আনা হইবে। যিশাইয় ১৪:১২–১৫।

প্রকাশিত বাক্য এগারো অধ্যায়ে নাস্তিকতার অজগর অতল গহ্বর থেকে উঠে এসেছিল, এবং ক্যাথলিকবাদের পশুটি তার মরণঘাতী ক্ষত আরোগ্যপ্রাপ্ত হলে অতল গহ্বর থেকে

উঠে আসে।

> তুমি যে পশুটিকে দেখিলে, সে ছিল, এবং এখন নাই; এবং সে অতল গহ্বর হইতে উঠিয়া আসিবে, এবং বিনাশে গমন করিবে; আর পৃথিবীতে যাহারা বাস করে, যাহাদের নাম জগতের ভিত্তিস্থাপনকাল হইতে জীবন-পুস্তকে লিখিত হয় নাই, তাহারা সেই পশুটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইবে—যে ছিল, এবং নাই, তথাপি আছে। প্রকাশিত বাক্য ১৭:৮।

ত্রিবিধি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে রবিবার-আইনের সময় ক্যাথলিকধর্মের পশু পৃথিবীর সিংহাসনে আরোহণ করে। অজগরের ন্যায়, ক্যাথলিকধর্ম নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করে, যেমনটি পৌল অত্যন্ত যথার্থভাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

> কেউ যেন কোন প্রকারে তোমাদিগকে প্রতারিত না করে; কারণ সেই দিন আসিবে না, যদি না প্রথমে ধর্মত্যাগ উপস্থিত হয়, এবং সেই পাপপুরুষ, অর্থাৎ বিনাশের পুত্র, প্রকাশিত হয়; যে সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং আপনাকে সেই সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে উন্নীত করে, যাহাকে ঈশ্বর বলা হয় অথবা যাহার উপাসনা করা হয়; এমনকি সে ঈশ্বররূপে ঈশ্বরের মন্দিরে বসিয়া আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রদর্শন করে। ২ থিষলনীকীয় ২:৩, ৪।

ড্রাগনের ন্যায়, ক্যাথলিকবাদের পশুটিও খ্রিস্টবিরোধী; উভয়েই নিজেদের ঈশ্বর বলে দাবি করে, এবং উভয়ের চূড়ান্ত বিনাশ তাদের বাইবেলীয় সাক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; কারণ ড্রাগনকে পাতালে নামিয়ে আনা হয়, এবং পশুটি বিনাশের পুত্র। 'বিনাশ' অর্থ চূড়ান্ত ধ্বংস।

> "স্বর্গে যে বিদ্রোহ সে শুরু করেছিল, তা সম্পাদন করার জন্য খ্রিস্টবিরোধীর দৃঢ় সংকল্প অবাধ্যতার সন্তানদের মধ্যে কার্যকর হতে থাকবে।" Testimonies, volume 9, 230.

> "রোমের পোপের মাধ্যমে সেই একই কাজ পৃথিবীতে পরিচালিত হয়েছে, যা অন্ধকারের রাজপুত্রকে বহিষ্কারের পূর্বে স্বর্গীয় সভামণ্ডলে পরিচালিত হয়েছিল। শয়তান স্বর্গে ঈশ্বরের ব্যবস্থা সংশোধন করতে এবং তার নিজস্ব একটি সংশোধনী সংযোজন করতে চেয়েছিল। সে তার সৃষ্টিকর্তার বিচারের ঊর্ধ্বে নিজের বিচারকে উন্নীত করেছিল, এবং যিহোবার ইচ্ছার ঊর্ধ্বে নিজের ইচ্ছাকে স্থাপন করেছিল, এবং এইভাবে কার্যত ঘোষণা করেছিল যে ঈশ্বর ভ্রান্তিযোগ্য। পোপও একই পথ অবলম্বন করে এবং নিজের জন্য অভ্রান্ততা দাবি করে, ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে নিজের ধারণার অনুরূপ করে তুলতে চায়, এই ভেবে যে, স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভুর বিধি ও আজ্ঞাসমূহে সে যে ভুল দেখতে পায়, তা সংশোধন করতে সে সক্ষম। কার্যত সে জগতকে বলে, আমি তোমাদের যিহোবার ব্যবস্থার চেয়েও উত্তম ব্যবস্থা প্রদান করব। স্বর্গের ঈশ্বরের প্রতি এটি কতই না গুরুতর অবমাননা!" Signs of the Times, November 19, 1894.

সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাসে মুহাম্মদের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত ইসলামও সেই অতল গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, যখন মুহাম্মদকে দেওয়া চাবিটি ঘোরানো হয়েছিল। গহ্বরটি খুলে দেওয়া হলে সেখান থেকে "ধোঁয়া" বেরিয়ে এলো, যা সূর্য ও আকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছিল। অগ্রদূতেরা যথার্থভাবেই শনাক্ত করেছিলেন যে, গহ্বরটি খুলে দেওয়া "চাবি" ছিল নিনিভের যুদ্ধ।

যখন আমরা ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রিবিধি প্রয়োগের প্রেক্ষাপটে অগ্রগামীদের উপলব্ধি অনুসারে প্রকাশিতবাক্য অধ্যায় নয়ের প্রথম তিনটি পদে অগ্রসর হই, তখন আমরা দেখতে পাই যে, ঐ পদগুলোর সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ, যা প্রথম বিপদকে উপস্থাপন

করে, মহাভূমিকম্পের সময় "শীঘ্রই" আগত তৃতীয় বিপদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতিরূপস্বরূপ। নীনবের যুদ্ধের দ্বারা রবিবার-আইন উপস্থাপিত হয়েছে।

ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সংশোধনের দায়িত্ব পিতরের, এবং তিনি স্বীকার করেন যে, এলেন হোয়াইটের ন্যাশভিলের উপর অগ্নিগোলকসমূহের সতর্কবার্তার সঠিক প্রয়োগ "প্রায় সম্পূর্ণরূপে মূর্তিপূজায় সমর্পিত হাজার হাজার নগরের ধ্বংসের" সূচনাকে চিহ্নিত করে।

ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহ নগরীগুলোর উপর ধ্বংসের একটি সময়কালের সূচনাকে নির্দেশ করে, এবং তা সংক্ষিপ্ত মধ্যরাত্রির ক্রন্দন-বার্তার ঘোষণার সূচনাকেও চিহ্নিত করে। সেই বার্তাটি ইসলামের এক অপ্রত্যাশিত আক্রমণের মাধ্যমে শুরু হয়, এবং এই সময়কাল মহাভূমিকম্পে ইসলামের এক অপ্রত্যাশিত আক্রমণের মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়। মধ্যরাত্রির ক্রন্দনের ঘোষণার সময়কাল এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরকরণের সময়ের সমাপ্তিকে নির্দেশ করে, যা ৯/১১-এ ইসলামের অপ্রত্যাশিত আক্রমণের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।

তখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরকরণ শুরু হয়েছিল বিলিয়ম ও গাধার রেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, যেখানে তিনটি আঘাত রয়েছে যা শেষে পর্যন্ত রবিবার-আইনে উপনীত হয়, কিন্তু যেখানে দ্বিতীয় অপ্রত্যাশিত আক্রমণের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৭ অক্টোবর, ২০২৩-এ প্রাচীন গৌরবময় দেশের উপর আক্রমণ এবং তারপর ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহে। সমস্ত রেখাই পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং পিতর বুঝতে পারেন যে এই সত্যসমূহের উন্মোচন—যা ধুলা-ঝাড়ু মানুষটির দ্বারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রত্নসমূহ কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলিকে পেটিকার মধ্যে নিক্ষেপ করার প্রতীকে উপস্থাপিত হয়েছে—এটি যিহূদা গোত্রের সিংহের কাজ।

যিহূদার সিংহ ন্যাশভিলের প্রতি পিতরের সংশোধিত বার্তাকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের চূড়ান্ত পর্বে সংঘটিত বলে শনাক্ত করেন, যা দানিয়েলে এগারোর চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাসে উপস্থাপিত হয়েছে, এবং আরও নির্দিষ্টভাবে, সেই একই অধ্যায়ের এগারো থেকে পনেরো পদে উপস্থাপিত সেই গুপ্ত ইতিহাসের অংশে। ঐ পদসমূহে রাফিয়ার যুদ্ধ এবং পানিয়ুমের যুদ্ধ ষোড়শ পদের রবিবারের আইন পর্যন্ত নিয়ে যায়, যা অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধ দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। যখন রবিবারের আইনে পানিয়ুমের যুদ্ধ অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন নীনবেহর যুদ্ধও পুনরাবৃত্ত হয়।

ইসলামের রাজা মোহাম্মদকে যে "চাবি" দেওয়া হয়েছিল, তাঁর নাম কেবল ইসলামের বৈশিষ্ট্যই নয়, বরং নিনবের যুদ্ধ দ্বারা চিহ্নিত ধ্বংসের স্থানকেও নির্দেশ করে। সেই রাজার নাম "হিব্রু ভাষায় আবাদ্দোন," এবং "গ্রিক ভাষায় তাহার নাম আপোল্লিয়োন।" গ্রিক ও হিব্রু ভাষা পুরাতন ও নতুন নিয়মকে গুরুত্ব দেয় এবং আমাদের শিক্ষা দেয় যে আবাদ্দোন অর্থ "ধ্বংসের স্থান" এবং আপোল্লিয়োন অর্থ "ধ্বংসকারী।" প্রকাশিত বাক্য নয় অধ্যায়ের এগারোতম পদে ইসলামের উপর রাজত্বকারী রাজা মোহাম্মদ, কিন্তু তিনি একই সঙ্গে "অতল গহ্বরের দূতও," যা শয়তান। যেমন পৃথিবীতে পোপ শয়তানের দক্ষিণহস্তরূপে খ্রীষ্টবিরোধী, তেমনি মোহাম্মদও অতল গহ্বরের দূত শয়তানের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত।

রবিবার-আইনের সময় ত্রিবিধ ঐক্য জগৎবাসীর উপর বলপূর্বক আরোপিত হয়, এবং ১৭৯৮ সালে পাপাসির উপর যে প্রাণঘাতী আঘাত হানা হয়েছিল, যা এইভাবে অন্ধকার যুগের

সমাপ্তিকে চিহ্নিত করেছিল, তা আরোগ্যপ্রাপ্ত হয়। যখন সেই প্রাণঘাতী আঘাত আরোগ্যপ্রাপ্ত হয়, তখন অন্ধকার যুগের দ্বিতীয় পর্যায় উপস্থিত হয়; এবং মহাভূমিকম্পে, যা রবিবার-আইন, ইসলাম চাবি ঘোরায়, এবং ভাটার ন্যায় ধোঁয়া সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, যেমন অন্ধকার ফিরে আসে। নীনবের যুদ্ধ রবিবার-আইনে পুনরাবৃত্ত হয়, কারণ এটিই সেই চাবি যা অন্ধকারের দ্বিতীয় পর্যায় নিয়ে আসে। সেখানে জাতীয় ধর্মত্যাগের পর জাতীয় ধ্বংস আসে। সেখানে "সক্রিয় স্বৈরতন্ত্র" পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে, কারণ নীনবের যুদ্ধে যে ইসলামের ধোঁয়া সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, তা যেন এক জ্বলন্ত ভাটা। "জ্বলন্ত ভাটা" ছিল আব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তির একটি উপাদান।

> আর এমন ঘটল যে, সূর্য অস্ত গেলে এবং অন্ধকার হলে, দেখ, ধোঁয়ায় ভরা এক চুল্লি, এবং এক জ্বলন্ত প্রদীপ ঐ খণ্ডগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করল। আদিপুস্তক 15:17।

আব্রামের অঙ্গীকারমূলক উৎসর্গগুলোর মাঝখান দিয়ে অতিক্রমকারী ধূমায়িত চুল্লিটি ত্রয়োদশ পদে উল্লিখিত অনুচ্ছেদে প্রতীকায়িত মিশরের দাসত্বকে চিহ্নিত করেছিল।

> আর তিনি অব্রামকে বললেন, নিশ্চয় জেনে রাখ, তোমার বংশ এমন এক দেশে পরদেশী হবে, যা তাদের নয়; এবং তারা তাদের দাসত্ব করবে; আর তারা তাদের চারশত বছর ধরে অত্যাচার করবে। আদিপুস্তক ১৫:১৩।

একটি "জ্বলন্ত ভাটি," যেমন দানিয়েলের তৃতীয় অধ্যায়ে নবূখদ্নেজরের ভাটি, দাসত্ব ও পরাধীনতার প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন ছিল শদ্রক, মেশক ও আবেদনগোর অবস্থা।

> "কিন্তু যেমন তাদের নির্ধারিত পথে বিস্তৃত পরিক্রমায় নক্ষত্রসমূহ না ত্বরিত আছে, না বিলম্ব, তেমনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যসমূহেও নেই তাড়াহুড়া, নেই বিলম্ব। গভীর অন্ধকার ও ধূমায়িত ভাটির প্রতীকসমূহের মাধ্যমে ঈশ্বর আব্রাহামের নিকট মিশরে ইস্রায়েলের দাসত্ব প্রকাশ করেছিলেন, এবং ঘোষণা করেছিলেন যে তাদের প্রবাসযাপনের কাল হবে চারশত বছর। "পরে," তিনি বলিলেন, "তারা প্রচুর সম্পদসহ বেরিয়ে আসবে।" আদিপুস্তক 15:14।" যুগযুগান্তরের অভিলাষ, 33।

> কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদের গ্রহণ করেছেন, এবং লোহার ভাটিখানা থেকে, অর্থাৎ মিশর থেকে, তোমাদের বের করে এনেছেন, যেন তোমরা তাঁর জন্য উত্তরাধিকারের এক জাতি হও, যেমন তোমরা আজ এই দিনে আছ। দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২০।

যখন নীনবেহের যুদ্ধের চাবি ঘোরানো হয়, তখন যে ধোঁয়া সূর্য ও চন্দ্রকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, তা সেই নির্যাতনকে চিহ্নিত করে যা রবিবার-আইনের সময় আন্তরিকভাবে শুরু হয়। অতএব, অন্ধকার যুগের সেই নির্যাতন পুনরাবৃত্ত হয়। অগ্রদূতেরা সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছিলেন যে, নীনবেহের যুদ্ধ ছিল সেই "চাবি" যা ৬২৭ সালে ইসলামকে প্রথম বিপদরূপে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে নিয়ে আসে। সেই যুদ্ধটি ছিল রোম ও পারস্যের মধ্যে, এবং তা রোমের জন্য একটি বিজয়কে প্রতিনিধিত্ব করেছিল, কিন্তু তা ছিল যাকে পিরিক বিজয় বলা হয়। এমন এক বিজয়, যা প্রকৃতপক্ষে বিজয়ীর পক্ষেই ক্ষতিকর। এই অভিব্যক্তিটির উৎপত্তি এপিরাসের রাজা পিরহুসের এক বিজয় থেকে। রোমানদের বিরুদ্ধে দুটি যুদ্ধের পর (খ্রিস্টপূর্ব ২৮০ সালে হেরাক্লিয়া এবং খ্রিস্টপূর্ব ২৭৯ সালে অ্যাসকুলাম), তিনি রোমান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু নিজের সৈন্যদের একটি বিপুল অংশ হারিয়েছিলেন। প্রচলিত কাহিনি অনুসারে, তখন তিনি বলেছিলেন, "এ রকম আর একটি বিজয়, আর আমরা

ধ্বংস হয়ে যাব।”

নীনবীর যুদ্ধ রোমের জন্য একটি কৌশলগত বিজয় ছিল, কিন্তু তা শেষ হলে রোম বা পারস্য—কোনোটিই পরবর্তীকালে ইসলামের আক্রমণ কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। নীনবীর যুদ্ধের আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে পারস্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রোম হলো পাপাসি। দুই-শৃঙ্গবিশিষ্ট শক্তি হিসেবে মেদো-পারস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই দুই-শৃঙ্গবিশিষ্ট শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। রবিবার-আইনের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল একটি শৃঙ্গমাত্র, কারণ রবিবার-আইনের পূর্বপ্রক্রিয়ায় পশুর প্রতিমূর্তি গঠিত হয়েছে, এবং সেই গঠন উভয় শৃঙ্গকে একত্রে একটিতে সংযুক্ত করার মধ্যেই নিহিত। দানিয়েল আট অধ্যায়ে মেদো-পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী দুইটি শৃঙ্গ রয়েছে, এবং পারস্যের শৃঙ্গটি পরে উদিত হয়েছিল।

> তখন আমি আমার চক্ষু তুলিয়া দেখিলাম, আর দেখ, নদীর সম্মুখে একটি মেষ দাঁড়াইয়া আছে, তাহার দুইটি শিং; আর সেই দুইটি শিং উচ্চ; কিন্তু একটি অন্যটির অপেক্ষা উচ্চতর, এবং যে উচ্চতর, তাহা পরে উঠিয়াছিল। দানিয়েল ৪:3।

গির্জা ও রাষ্ট্র যখন একত্রিত হয়ে সেই পশুর প্রতিমূর্তি গঠন করে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকানতন্ত্র ও প্রোটেস্ট্যান্টধর্মের দুই শিং এক হয়ে যায়। সেই গঠন সম্পূর্ণরূপে পরিণতি লাভ করে যখন রবিবার-আইনে পশুর ছাপ বলবৎ করা হয়। এর দ্বারা রবিবার-আইনের সময় যুক্তরাষ্ট্রকে কেবল পারস্য হিসেবেই শনাক্ত করা হয়। নীনবীর যুদ্ধে রোম পারস্যকে পরাজিত করেছিল। রোম কীভাবে পারস্যকে পরাজিত করেছিল, তা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রোমীয় সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কৌশলগত পদক্ষেপসমূহ।

সহজভাবে বললে, হেরাক্লিয়াস একটি আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন, সরাসরি অগ্রসরমান আক্রমণ নয়। এই আকস্মিকতা সাধনে তাঁর প্রচেষ্টার কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। সেই আকস্মিকতার মধ্যে ছিল শীতকালে আক্রমণ করার তাঁর সিদ্ধান্ত, যা ঐতিহাসিক সেই সময়গুলোতে অস্বাভাবিক ছিল; কিন্তু বিষয়টি সেখানেই থেমে থাকেনি। হেরাক্লিয়াস ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে উত্তর দিকে থেকে (আর্মেনীয় উচ্চভূমি) তাঁর অভিযান শুরু করেন। প্রত্যাশিত পথ ধরে সরাসরি দক্ষিণমুখে পারস্যের রাজধানী ক্তেসিফোনের দিকে অগ্রসর না হয়ে, তিনি একটি বিস্তৃত বাঁক নেন এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ বরাবর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হন (মোটামুটি আধুনিক তুরস্ক-ইরান সীমান্ত বরাবর)। তারপর তিনি দক্ষিণ ও পশ্চিমে মোড় নেন এবং ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর গ্রেট জাব নদী অতিক্রম করেন। এর ফলে তাঁর সেনাবাহিনী টাইগ্রিস নদীর পূর্ব তীরে, প্রাচীন নিনিভেহের ধ্বংসাবশেষের নিকটে, নিনিভেহে মালভূমিতে অবস্থান নেয়। এই অগ্রগতি পারস্যবাহিনীর তুলনায় দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে ছিল—যা পারস্যদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা আশা করেছিল যে তিনি ক্তেসিফোনের দিকে দক্ষিণমুখে অগ্রসর হতে থাকবেন। এতে পারস্য সেনাপতি রাহজাধ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন এবং তিনি হেরাক্লিয়াসকে প্রতিকূল ভূখণ্ডের মধ্যে অনুসরণ করতে বাধ্য হন। এর ফলে রোমানরা নিনিভেহের নিকটবর্তী সমতলভূমিতে যুদ্ধক্ষেত্রের নির্বাচন করার সুযোগ পায়। এই কৌশলগত পদক্ষেপে রোমানদের পারস্যবাহিনীর মধ্যে আটকা পড়া থেকে রক্ষা করে এবং প্রয়োজন হলে তাদের জন্য একটি পালায়নপথও উন্মুক্ত রাখে। যুদ্ধের দিনে কুয়াশা, এবং প্রকৃত সংঘর্ষ চলাকালে মিথ্যা পশ্চাদপসরণের কৌশলের সঙ্গে মিলিয়ে, আকস্মিকতার একাধিক স্তর সেখানে কার্যকর ছিল। শীতকালে এই দুঃসাহসিক অভিযান এবং পারস্য ভূখণ্ডের গভীরে প্রবেশকারী পাশঘেঁষা অগ্রযাত্রা হেরাক্লিয়াসের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক

কৃতত্বিগুলোর একটি বিলে বিবেচিত হয়। এটি পারস্যের আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিতে সাহায্য করেছিল এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে শেষপর্যন্ত রোমান বিজয়ে প্রবলভাবে অবদান রেখেছিল।

> নিনিভের যুদ্ধে, যা প্রভাত থেকে একাদশ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রবলভাবে সংঘটিত হয়েছিল, ভাঙা বা ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এমনগুলির অতিরিক্ত, পারসীয়দের কাছ থেকে আটাশটি পতাকা দখল করা হয়েছিল; তাদের সেনাবাহিনীর বৃহত্তর অংশ খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলা হয়েছিল, এবং বিজয়ীরা (রোমানরা) নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি গোপন করে যুদ্ধক্ষেত্রেই রাত্রিযাপন করেছিল। আসিরিয়ার নগরসমূহ ও প্রাসাদসমূহ প্রথমবারের মতো রোমানদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল।
>
> "রোমীয় সম্রাট তাঁর অর্জিত বিজয়সমূহ দ্বারা শক্তিশালী হননি; এবং একই সময়ে, ও একই উপায়ে, আরব দেশ থেকে আগত সারাসেনদের অসংখ্য জনতার জন্য—সেই একই অঞ্চল থেকে আগত পঙ্গপালের ন্যায়—একটি পথ প্রস্তুত করা হয়েছিল; তারা তাদের অগ্রযাত্রাপথে অন্ধকারময় ও ভ্রান্তিবিভ্রমজনক মুহাম্মদান ধর্মমত প্রচার করতে করতে, অচিরেই পারসিক ও রোমীয় উভয় সাম্রাজ্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।"
>
> "এই সত্যের আরও পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত আর কাম্য হতে পারে না, যেমনটি গিবনের সেই অধ্যায়ের উপসংহারমূলক কথাগুলিতে পাওয়া যায়, যেখান থেকে পূর্ববর্তী উদ্ধৃতিগুলি গৃহীত হয়েছে। 'যদিও হেরাক্লিয়াসের পতাকার অধীনে একটি বিজয়ী সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছিল, তথাপি সেই অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা তাদের শক্তিকে অনুশীলিত করার পরিবর্তে যেন নিঃশেষেই করেছিল। সম্রাট যখন কনস্টান্টিনোপল বা জেরুসালেমে বিজয়োল্লাস করছিলেন, তখন সিরিয়ার সীমানায় অবস্থিত এক অখ্যাত নগর সারাসেনদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিল, এবং তার সাহায্যে অগ্রসর কিছু সৈন্যকে তারা খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছিল,—এটি ছিল এক সাধারণ ও তুচ্ছ ঘটনা, যদি না তা এক মহাবিপ্লবের পূর্বলক্ষণ হতো। এই দস্যুরাই ছিল মোহাম্মদের প্রেরিতেরা; তাদের উন্মত্ত বীরত্ব মরুভূমি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল; এবং তাঁর রাজত্বের শেষ আট বছরে, হেরাক্লিয়াস আরবদের নিকট সেই একই প্রদেশগুলি হারালেন, যেগুলি তিনি পারস্যদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন।'
>
> "'প্রতারণা ও উচ্ছ্বাসের সেই আত্মা, যার আবাস স্বর্গলোকে নয়,' পৃথিবীতে মুক্ত করে দেওয়া হল। অতল গহ্বরটি খুলতে কেবল একটি চাবিরই প্রয়োজন ছিল, এবং সেই চাবিটি ছিল খসরুর পতন। তিনি মিক্কার এক অখ্যাত নাগরিকের পত্রকে অবজ্ঞাভরে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর 'গৌরবের দীপ্তি' থেকে তিনি সেই 'অন্ধকারের মিনার' নিমজ্জিত হলেন, যার ভেতর কোনো চক্ষুই প্রবেশ করতে পারে না, তখন মুহাম্মদের নামের সামনে খসরুর নাম হঠাৎ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল; এবং অর্ধচন্দ্রের যেন তার উদয়কে স্থগিত রেখেছিল নক্ষত্রের পতনের প্রতীক্ষায়। সম্পূর্ণ পরাভব ও সাম্রাজ্যহানির পর ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে খসরু নিহত হন; আর ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ চিহ্নিত হয়ে আছে 'আরব জয়' এবং 'রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুহাম্মদীয়দের প্রথম যুদ্ধ' দ্বারা। 'আর পঞ্চম দূত তূর্য বাজালেন, এবং আমি দেখলাম এক নক্ষত্র স্বর্গ থেকে পৃথিবীর ওপর পতিত হল; আর তাকে অতল গহ্বরের চাবি দেওয়া হল। এবং সে অতল গহ্বর খুলে দিল।' সে পৃথিবীর ওপর পতিত হল। যখন রোমান সাম্রাজ্যের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, এবং প্রাচ্যের মহারাজা তাঁর অন্ধকারের মিনারে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলেন, তখন সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত এক অখ্যাত নগরের লুণ্ঠন ছিল 'এক মহাবিপ্লবের ভূমিকা।' 'সেই দস্যুরাই ছিল মুহাম্মদের প্রেরিতেরা, এবং তাদের উন্মত্ত বীরত্ব মরুভূমি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।'" উরিয়া স্মিথ, Daniel and the Revelation, 495–497।

নিনবেহের যুদ্ধ আধুনিক রোম কর্তৃক রবিবার আইনকালে যুক্তরাষ্ট্রকে জয় করার প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু এটি এক পিরহিক বিজয়; কারণ রবিবার আইন থেকেই রোমের উপর ক্রমবর্ধমান বিচার আরম্ভ হয়।

খসরু পারস্য সাম্রাজ্যের প্রধান ছিলেন; অতএব, রবিবার-আইনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের পতনকে প্রতিনিধিত্বকারী পারস্যই সেই চাবি, যা বাইবেলীয় ভাববাণীর ষষ্ঠ রাজ্যের পতনের সময় অতল গহ্বর উন্মুক্ত করে। এটি দানিয়েল এগারো অধ্যায়ের ষোলো, একত্রিশ, এবং একচল্লিশ পদে বর্ণিত রবিবার-আইনকে, সেইসঙ্গে প্রকাশিত বাক্য তেরো অধ্যায়ের এগারো পদকেও, প্রতিনিধিত্ব করে।

একই পদসমূহ ও ইতিহাস সম্পর্কে অগ্রগামী স্টিফেন হাস্কেলের মন্তব্যগুলি লক্ষ্য করুন:

> “আরবরা, অর্থাৎ সারাসিনরা, পৃথিবীতে কখনও কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। জাতিসমূহের ইতিহাসে, মরুভূমির এই স্বাধীন মানুষরা প্রায় কোনো উল্লেখ ছাড়াই অতিক্রম করে গিয়েছিল। মুহাম্মদবাদ বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করল এবং তাদের জাতিসমূহের বিজেতা রূপে অগ্রসর করল। সারাসিনদের অস্ত্রবাহিনীর সঙ্গে যে দ্রুত অগ্রগতি সংঘটিত হয়েছিল, তা অনেকাংশে রোমানদের ও আধুনিক পারস্য সাম্রাজ্যের প্রধান খসরুর মধ্যকার সংঘর্ষের ফল ছিল। এই সংঘর্ষের পরিণতি হয় পরবর্তীর পতনে। আধুনিক পারস্য একটি প্রতিরোধপ্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে ছিল, মুহাম্মদের শক্তিকে সংযত করে রেখেছিল; কিন্তু যখন সেই শক্তির পতন ঘটল, তখন সেই প্রতিবন্ধকতা দূর হলো, ‘অতল গহ্বর’ উন্মুক্ত হলো, এবং সারাসিনরা পৃথিবীকে প্লাবিত করল। যখন ‘অতল গহ্বর উন্মুক্ত হলো, তখন এমন এক ধোঁয়া উঠল, যা সূর্যের মুখ আচ্ছন্ন করে দিল।’ এই রূপকটি অত্যন্ত শক্তিশালী, যা পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকায় মুহাম্মদবাদের অন্ধকারাচ্ছন্নকারী প্রভাবকে প্রকাশ করে।” Stephen Haskell, The Story of the Seer of Patmos, 164, 165.

রোমের ইতিহাসে সেই প্রতিবন্ধক প্রাচীরটি হলো গির্জা ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের প্রাচীর, যা রবিবারের আইন প্রণয়নের সময় অপসারিত হয়। নিনেভের যুদ্ধে পারস্যের উপর রোমের পিরিক বিজয়ের মধ্যে আরেকটি স্তর রয়েছে, কারণ নিনেভের একটি পূর্ববর্তী যুদ্ধ ছিল, যা একটি আলফাকে প্রতিনিধিত্ব করে, আর ৬২৭ সালের যুদ্ধটি ওমেগাকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই যুদ্ধটি খ্রিষ্টপূর্ব ৬১২ সালে সংঘটিত হয়েছিল; দুইটির মধ্যে প্রায় বারোশত বছরের ব্যবধান ছিল। সেই যুদ্ধে আসিরিয়া একটি ত্রিমুখী মহাসঙ্ঘের দ্বারা পরাজিত হয়েছিল, এবং তা আসিরীয় সাম্রাজ্যের অবসানের চিহ্ন বহন করেছিল।

এ. টি. জোন্স নিনেভের আলফা যুদ্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন:

> “অশূরের সরকারের কার্যাবস্থা ক্রমেই মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে উঠল, ফলে খ্রিষ্টপূর্ব ৬১২ সালে একই তিনটি দেশের পক্ষ থেকে আর-একটি মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়, এবার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং নাবোপলাস্সর। এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছিল: নীনবী ধ্বংসস্তূপের স্তূপে পরিণত হয়; এবং অশূরীয় সাম্রাজ্য তিনটি বৃহৎ বিভাগে বিভক্ত হয়,—উত্তর-পূর্ব ও সুদূর উত্তর অধিকার করে মীদিয়া, এলাম এবং ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের সমস্ত সমভূমি ও উপত্যকা অধিকার করে বাবিলন, এবং ইউফ্রেটিসের পশ্চিমের সমগ্র দেশ অধিকার করে মিসর। বাবিলন ও মীদিয়ার মধ্যে এই জোটের মোহরস্বরূপ ছিল মীদিয়ার রাজার কন্যার সঙ্গে নাবোপলাস্সরের পুত্র নবূখদ্নিস্সরের বিবাহ। অশূরের বিরুদ্ধে এই জোটে নিজের অংশ সম্পাদন করতেই মিসরের রাজা ফরৌণ-নেখো অশূরের রাজার বিরুদ্ধে ইউফ্রেটিসের তীরে কারখেমীশের নিকটে যুদ্ধ

> করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, তখন যিহূদার রাজা যোশিয় তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে এসে মগেদ্দোতে নিহত হন। এরপর যেহেতু এই সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল মিসরের রাজার অধিকারের অন্তর্গত ছিল, সেহেতু বিজয়ের দ্বারা অর্জিত তাঁর বিধেয় সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগেই তিনি যোশিয়ের পুত্র শল্লূমকে যিহূদার রাজত্ব থেকে অপসারিত করেন, এবং তার স্থানে ইলিয়াকীমকে যিহূদার রাজা নিযুক্ত করেন, তার নাম পরিবর্তন করে যিহোয়াকীম রাখেন, এবং দেশের উপর কর আরোপ করেন।" ১ বংশাবলি ৩:১৫; ২ রাজাবলি ২৩:৩১–৩৫।" এ. টি. জোন্স, Review and Herald, March 15, 1898.

খ্রিষ্টপূর্ব ৬১২ সালে নীনবহের আলফা-যুদ্ধে অশূরীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে, যেমন বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য রবিবার-আইনে সমাপ্ত হয়। সেই যুদ্ধে বিজয়ী ছিল বাবিল, মিশর ও মাদিয়ার ত্রিবিধি জোট। সেই সময়কার যুদ্ধে রাজা যোশিয় মগদ্দোতে মৃত্যুবরণ করেন, এইভাবে আর্মাগেডনের প্রতিরূপ প্রদান করেন। ৬২৭ সালে নীনবহের ওমগো-যুদ্ধে, তৃতীয় দুর্দশার ইসলাম মুক্ত করা হয়, যখন সংবিধানের সুরক্ষার প্রাচীর অপসারিত হয়—যেমন হ্যাস্কেল লক্ষ করেছিলেন, পারস্যের পরাজয়ের সঙ্গে সুরক্ষার "প্রাচীর-প্রতিবন্ধক" অপসারিত হওয়ার দৃষ্টান্তে। মগদ্দোতে রাজা যোশিয়ের মৃত্যু নীনবহের প্রথম যুদ্ধটিকে শেষ যুগে দ্বিতীয় যুদ্ধ বলে চিহ্নিত করে। ৬২৭ সালে নীনবহের দুই যুদ্ধের মধ্যে শেষ যুদ্ধটি—যখন চাবি ঘোরানো হয় এবং অতলকূপ উন্মুক্ত করা হয়—সেটিই শেষ যুগে প্রথম, কারণ প্রথমটি শেষ হবে। অশূর ও ত্রিবিধি জোটের মধ্যে নীনবহের প্রথম যুদ্ধ আর্মাগেডনের দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় অন্ধকার যুগের সময়কাল নীনবহের যুদ্ধ দিয়ে শুরু হয় এবং নীনবহের যুদ্ধ দিয়েই শেষ হয়।

প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ের প্রথম সর্বনাশ, অর্থাৎ পঞ্চম তূর্য সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীকেই অগ্রদূতরো প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের যে কোনো অংশের মধ্যে সর্বাধিক সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বলে বুঝেছিলেন। উরিয়াহ স্মিথ সেই সত্যটি নিম্নরূপে প্রকাশ করেন:

> "'পদ ১। আর পঞ্চম দূত তূর্যধ্বনি করিলেন, এবং আমি দেখিলাম, আকাশ হইতে পৃথিবীতে এক নক্ষত্র পতিত হইল; এবং তাহার নিকটে অতল কূপের চাবি প্রদান করা হইল।'"
>
> "এই তূরীটির ব্যাখ্যার জন্য আমরা আবার মি. Keith-এর রচনাবলি থেকে গ্রহণ করব। এই লেখক যথার্থই বলেন: 'সারাসেন ও তুর্কদিের প্রতি পঞ্চম ও ষষ্ঠ তূরীর, অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় দুর্দশার, প্রয়োগ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে অন্য কোনো অংশের তুলনায় এতটা সর্বসম্মত ঐকমত্য প্রায় নেই বললেই চলে। বিষয়টি এতই স্পষ্ট যে তা প্রায় ভুল বোঝা অসম্ভব। প্রত্যেকটিকে নির্দেশ করার জন্য এক-দুইটি পদ ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্তে, প্রকাশিতবাক্যের নবম অধ্যায়ের সমগ্র অংশ উভয়েরই বর্ণনায় সমানভাবে নিবিষ্ট আছে।' Uriah Smith, Daniel and the Revelation, 495."

পতিত পানিমে অবস্থান করছেন ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহের বার্তাকে সংশোধন করার দায়িত্ব নিয়ে, এবং প্রথমবারের মতো দেখা যায় যে প্রথম সর্বনাশের উপাদানসমূহ অতি শীঘ্র আগত রবিবার-আইনের উপাদানসমূহের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যিহূদা গোত্রের সিংহ এই উপলব্ধিটিকে উন্মোচিত করলেন, সেই ভবিষ্যদ্বাণীর অন্যান্য ধারাসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, যেগুলি তিনি পূর্বেই স্থাপন করেছিলেন। ইতিহাসলেখকেরা ৬২৭ সালে রোম কর্তৃক পারসিকদের উপর সংঘটিত আকস্মিক আক্রমণের তাৎপর্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন, এবং যখন তারা তা করবেন, তখন তারা লক্ষ্য করবেন যে শীতকালে হেরাক্লিয়াসের পারস্যের চারপাশ ও পশ্চাতে কৌশলগতভাবে ঘুরে অবস্থান গ্রহণ ছিল

আক্রমণের সময় পর্যন্ত গোপন থাকার একটি কৌশল।

সিস্টার হোয়াইট আমাদের জানান যে রোম কেবল “সুবিধাজনক অবস্থান”-এর অপেক্ষায় রয়েছে, এবং তারপর সে আঘাত হানবে।

> “ঈশ্বরের বাক্য আসন্ন বিপদের বিষয়ে সতর্কবাণী দিয়েছে; যদি তা উপেক্ষিত হয়, তবে প্রোটেস্ট্যান্ট জগৎ রোমের উদ্দেশ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে কী, তা কেবল তখনই জানতে পারবে, যখন ফাঁদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অত্যন্ত দেরি হয়ে যাবে। সে নীরবে ক্ষমতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তার মতবাদসমূহ আইনসভাগুলিতে, মণ্ডলীগুলিতে, এবং মানুষের হৃদয়ে তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। সে তার সুউচ্চ ও বিরাট কাঠামোসমূহ স্তূপীকৃত করছে, যাদের গোপন অন্তঃকক্ষে তার পূর্বতন নির্যাতনসমূহ পুনরাবৃত্ত হবে। নিঃশব্দে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে সে তার শক্তিবাহিনীকে সুদৃঢ় করছে, যাতে সময় এলে আঘাত হানার জন্য তার নিজস্ব উদ্দেশ্যসমূহকে এগিয়ে নিতে পারে। সে যা কিছু কামনা করে তা হলো সুবিধাজনক অবস্থান, এবং তা ইতিমধ্যেই তাকে দেওয়া হচ্ছে। আমরা শীঘ্রই দেখতে পাব এবং অনুভব করব যে রোমীয় উপাদানের উদ্দেশ্য কী। যে কেউ ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করবে এবং তার বাধ্য হবে, সে এর ফলে নিন্দা ও নির্যাতন ভোগ করবে।” দ্য গ্রেট কন্ট্রোভার্সি, ৫৮১।

সম্রাট হেরাক্লিয়াসের ক্ষেত্রে যেমন ছিল, তেমনি পাপত্বও যিশাইয়ের তেইশতম অধ্যায়ের পরিপূর্তিতে “গোপনে ও অপ্রত্যাশিতভাবে” তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছে; সেখানে টায়ারের বেশ্যাকে বাইবেলের ভাববাণীর ষষ্ঠ রাজ্যের ইতিহাসের জন্য বিস্মৃত করা হয়। হেরাক্লিয়াসের গোপন আকস্মিক আক্রমণ হলো ১৭৯৮ সাল থেকে রবিবার-আইন পর্যন্ত পৃথিবীর পাপত্বকে ভুলে থাকা। পঙ্‌ক্তির উপর পঙ্‌ক্তি অনুসারে, প্রথম সর্বনাশ তৃতীয় ও শেষ সর্বনাশকে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম সর্বনাশে এমন এক ঘোষণা করা হয়, যা ইসলামের ইতিহাস এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরপ্রাপ্তির সময়কাল—উভয়ের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

> এবং তাদের এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা পৃথিবীর ঘাস, কিংবা কোনো সবুজ বস্তু, কিংবা কোনো বৃক্ষের ক্ষতি করবে না; বরং কেবল সেই সব মানুষকে আঘাত করবে, যাদের কপালে ঈশ্বরের সীলমোহর নেই। এবং তাদের এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে তারা তাদের হত্যা করবে না, কিন্তু পাঁচ মাস ধরে যন্ত্রণা দেবে; এবং তাদের যন্ত্রণা ছিল বৃশ্চিকের যন্ত্রণার ন্যায়, যখন সে কোনো মানুষকে দংশন করে। আর সেই দিনগুলোতে মানুষ মৃত্যু অন্বেষণ করবে, কিন্তু তা পাবে না; এবং মরতে আকাঙ্ক্ষা করবে, কিন্তু মৃত্যু তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। প্রকাশিত বাক্য 9:4–6.

নিনেভেহের যুদ্ধের সময় চাবি ঘোরানো হওয়ার পূর্বেই—যা অতি সন্নিকটবর্তী রবিবার-আইন—এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ইতিমধ্যেই সীলমোহরপ্রাপ্ত। রবিবার-আইনের সময় নগরসমূহের ধ্বংস, যা ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহ দ্বারা সূচিত হয়, “পাঁচ মাস”-এর একটি কালপর্বরূপে উপস্থাপিত হয়েছে; সেই সময়ে যুদ্ধ তাণ্ডব চালায় এবং পঞ্চম মোহরে অন্ধকার যুগের শহীদদের প্রদত্ত উত্তরের পরিপূর্তিতে দ্বিতীয় পাপীয় রক্তস্নানের সূচনা ঘটে।

> আর তিনি যখন পঞ্চম মোহরটি খুলিলেন, তখন আমি বেদির নীচে সেই সকলের আত্মাকে দেখিলাম, যাহারা ঈশ্বরের বাক্যের জন্য এবং যে সাক্ষ্য তাহারা ধারণ করিয়াছিল, তাহার জন্য বধ হইয়াছিল। আর তাহারা উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বলিল, হে প্রভু, পবিত্র ও সত্যময়, পৃথিবীনিবাসীদের উপরে আমাদের রক্তের বিচার ও প্রতিফল তুমি আর কতকাল

> করিবে না? এবং তাহাদের প্রত্যেককে শুভ্র বস্ত্র দেওয়া হইল; আর তাহাদিগকে বলা হইল, যেন তাহারা আরও কিছু কাল বিশ্রাম করে, যে পর্যন্ত না তাহাদের সহদাসগণও এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণও, যাহারা তাহাদের ন্যায় নিহত হইবে, সংখ্যা পূর্ণ করে। প্রকাশিত বাক্য ৬:৯–১১।

অন্ধকার যুগের শহীদেরা সেই প্রথম দল, যারা রবিবার-আইন সংকটকালে আধুনিক রোমের শহীদদের প্রতিরূপস্বরূপ। সেই সংকট আগমনের পূর্বেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ওপর সীলমোহর দেওয়া হয়, এবং সেই সীলমোহর প্রদানের প্রক্রিয়া 9/11-এ তৃতীয় দুর্দশার ইসলাম আগমনের সঙ্গে, এবং পরবর্তী বৃষ্টির ছিটানোর মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। যখন প্রথম অন্ধকার যুগের শহীদেরা জিজ্ঞাসা করেছিল পাপাসির বিচার কবে হবে, তখন তাদের বলা হয়েছিল যে অন্ধকার যুগ পুনরাবৃত্ত হলে শহীদদের একটি দ্বিতীয় দল হবে; আর তখনই নীনবের যুদ্ধের চাবিকাঠি শীঘ্র-আগত রবিবার-আইনে পূর্ণতা লাভ করবে। শহীদদের দ্বিতীয় দল সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ওপর সীলমোহর দেওয়া হয়, এবং 9/11-এ যে সীলমোহরের সময়কাল শুরু হয়েছিল, তা পঞ্চম মুদ্রায় সনাক্ত করা হয়েছে; কারণ সেখানে যে কথোপকথন উপস্থাপিত হয়েছে, তা প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় ছয়, পদ NINE থেকে ELEVEN-এ পাওয়া যায়, এভাবে 9/11 দ্বারা সীলমোহরের সূচনা ও সমাপ্তি চিহ্নিত করা হয়েছে। সমাপ্তি ইসলামধর্মের ধ্বংসকে উপস্থিত করে, যেমনটি প্রকাশিত বাক্য NINE, ELEVEN-এ উপস্থাপিত হয়েছে, এবং যারা সীলমোহরপ্রাপ্ত হবে তারা দানিয়েলের সেই অভিজ্ঞতা পূর্ণ করবে, যা দানিয়েলে NINE, ELEVEN-এ উপস্থাপিত হয়েছে।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়গুলো অব্যাহত রাখব।